যায়যায়দিন

তারিখ 25 APR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ছাত্রী অপহরণ ও ধর্ষণের প্রতিবাদ

উত্তাল হয়ে উঠেছে শাহজালাল ইউনিভার্সিটি

শাহজালাল ইউনিভার্সিটি প্রতিনিধি

ছাত্রী অপহরণ ও ধর্ষণের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে শাহজালাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি ইউনিভার্সিটি। গতকাল দিনভর বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ধর্ষকের বিচার দাবিতে প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। ঘটনার চার দিন পর গতকাল একটি অপহরণ মামলা করেছে ইউনিভার্সিটি প্রশাসন।

ইউনিভার্সিটি ও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানান, সোমবার গণিত চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের এক ছাত্রীকে তার দুলাভাই সৈয়দ মাহবুবুর রহমান শামীম ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণের পর রাতভর পাশবিক নির্যাতন করে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকাল কলেজ হসপিটালে রেখে পালিয়ে যায়। বর্তমানে মেয়েটি ঢাকা মেডিকাল কলেজ হসপিটালে চিকিৎসাধীন।

এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল দিনভর বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। তারা ইউনিভার্সিটির বাস চলাচল বন্ধ করে দেয়। ছাত্রীর ওপর পাশবিক নির্যাতনকারী শামীমের গ্রেফতার দাবিতে ভিসির কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীরা। এ ঘটনার চার দিন পরও ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ কোনো মামলা দায়ের ও ছাত্রী নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় শিক্ষার্থীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা ছাত্রী হলের প্রভোস্ট ড. সাবিনা ইসলাম ও প্রক্টর ড. গোলাম আলী হায়দার চৌধুরীর পদত্যাগ, নির্যাতিত ছাত্রীর চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন, ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ পাচ দফা দাবিতে ভিসির কাছে স্মারকলিপি দেয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এসব দাবি পূরণের ব্যবস্থা না নিলে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে শিক্ষার্থীরা স্মারকলিপিতে জানিয়েছে।

ইউনিভার্সিটি থেকে ছাত্রী অপহরণ ও তার ওপর নির্যাতন করায় ইউনিভার্সিটির সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। গতকাল সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের আহ্বায়ক ও সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেছেন।

বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের চাপে গতকাল রেজিস্ট্রার জামিল আহমেদ চৌধুরী বাদী হয়ে সিলেটের কোতোয়ালি থানায় নির্যাতিত ছাত্রীর দুলাভাই সৈয়দ মাহবুবুর রহমান শামীমকে আসামি করে একটি অপহরণ মামলা করেছেন। এ বিষয়ে সিলেট কোতোয়ালি থানার ওসি নওরোজ আহমেদ যায়যায়দিনকে বলেন, ভিকটিমের দুলাভাইকে আসামি করে মামলা হয়েছে।

ইউনিভার্সিটির প্রক্টর প্রফেসর ড. গোলাম আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস থেকে এক ছাত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে তার দুলাভাই অমানবিক নির্যাতন করেছে। দোষীর বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

ভিসি প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলাম বলেন, এটি খুবই নিন্দনীয় একটি ঘটনা। ছাত্রীটি যাতে সুবিচার পায় এবং সুস্থ হয়ে ক্যাম্পাসে ফিরতে পারে তার জন্য যা যা করা প্রয়োজন সব করা হবে। ইতিমধ্যে কালপ্রিটকে গ্রেফতারের জন্য যৌথ বাহিনী ও পুলিশ প্রশাসনকে জানানো এবং একটি অপহরণ মামলা করা হয়েছে।